বর্ষ ৭ | সংখ্যা ০২ | ফাল্গুন ১৪২৯ | ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

সূচী

* নন্দিতা বড়ুয়ার মরণোত্তর দেহদান — পৃষ্ঠা ১
* ব্যাকিথেরাপি মেশিন উদ্বোধন — পৃষ্ঠা ১
* করোনা কিটের ব্যবহারিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন — পৃষ্ঠা ২
* সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন বিএসএমএমইউ লিভার ট্রান্সপ্লান্টের রোগী — পৃষ্ঠা ২
* সোসাইটি অব ইয়ং অফথালমোলজিস্ট অব বাংলাদেশের প্রথম কনভেনশন অনুষ্ঠিত — পৃষ্ঠা ২
* মাথাব্যাথা রোগ নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত — পৃষ্ঠা ৩
* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি বিভাগে পিসিআর ল্যাব, ইয়ারবুক, এন্টিবডির দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরিতা নির্ণয়ক প্রকল্পের উদ্বোধন — পৃষ্ঠা ৩
* 'সারাহ ইসলাম ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট সেল' এর শুভ উদ্বোধন — পৃষ্ঠা ৩
* সাবেক উপ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. এএসএম জাকারিয়া স্বপনের দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত — পৃষ্ঠা ৪
* রোবটিক সার্জারি চালুসহ স্মার্ট হাসপাতাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও চায়না ইউনিভার্সিটি হসপিটাল এর সাথে লাইভ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত — পৃষ্ঠা ৪
* APAO Prevention of blindness standing committee meeting in KLCC Malaysia on 22/2/23. — পৃষ্ঠা ৪
* আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার দিবস পালিত — পৃষ্ঠা ৫
* সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে চর্ম রোগের চিকিৎসায় লেজার সেন্টার চালু করা হবে: উপাচার্য — পৃষ্ঠা ৬
* সাবেক উপ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. এএসএম জাকারিয়া স্বপনের মৃত্যুবার্ষিকীতে কবর জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ বিভিন্ন জেলায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ — পৃষ্ঠা ৬
* "ভাষা আন্দোলন" বঙ্গবন্ধু ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নব জাগরণ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত — পৃষ্ঠা ৬
* রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিল নগদ এর মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর — পৃষ্ঠা ৭
* মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিএসএমএমইউ'র সমঝোতার স্মারক স্বাক্ষরিত — পৃষ্ঠা ৮

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
নন্দিতা বড়ুয়ার মরণোত্তর দেহদান

তার কর্নিয়া আলো ফিরল দুই জনের, নন্দিতা অবদান মানব জাতি মনে রাখবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

সদ্য প্রয়াত ঢাকার বাসাবোর বাসিন্দা নন্দিতা বড়ুয়ার (৬৯) মরণোত্তর দেহদানের কর্নিয়ায় চোখের আলো ফিরেছে কাওখালি কলেজের ব্যবস্থাপনার বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস (২৩) ও পটুয়াখালীর দলিল লেখক আব্দুল আজিজের (৫০) চোখের আলো ফিরেছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায় (২ ফেব্রুয়ারি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এনাটমি বিভাগের পক্ষে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ নন্দিয়া বড়ুয়ার মরণোত্তর দেহগ্রহণকালে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নন্দিতা বড়ুয়ার দেহগ্রহণকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. শাহ আলম, হৃদরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার (টিটো), ভিসি মহোদয়ের একান্ত সচিব-১ সহযোগী অধ্যাপক (সার্জিক্যাল অনকোলজি) ডা. মোঃ রাসেল, কর্নিয়া বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শীষ রহমান, কর্নিয়া বিশেষজ্ঞ সহকারী অধ্যাপক ডা. রাজশ্রী দাস, এনাটমি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. শারমিন আক্তার সুমি, নন্দিতা বড়ুয়ার দুই মেয়ে শাপলা বড়ুয়া এবং সেজুতি বড়ুয়া. নন্দিতা বড়ুয়ার কর্নিয়া গ্রহীতা জান্নাতুল ফেরদৌস ও আব্দুল আজিজ প্রমুখসহ এনাটমি বিভাগের শিক্ষক ও রেসিডেন্টরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নন্দিতা বড়ুয়ার দুই মেয়ে শাপলা বড়ুয়া এবং সেজুতি বড়ুয়াও মরণোত্তর দেহদানের ইচ্ছা পোষণ করেন। এসময় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, নন্দিতা বড়ুয়ার এই ধরণের মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করি। মরণোত্তর দেহদানকারির দুই কন্যা শাপলা বড়ুয়া এবং সেজুতি বড়ুয়াসহ পরিবারের সকলকে এই ত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দেশের প্রথম ক্যাডাভেরিক অঙ্গদাতা হিসেবে সারা ইসলাম বাংলাদেশের মানবকল্যাণে দেহদানে ইতিহাস হয়ে রয়ে যাবেন। সারার পথ অনুসরণ করে আজকে অনেকেই ক্যাডাভেরিক অঙ্গদান ও মরণোত্তর দেহদানের আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। আজকে নন্দিতা বড়ুয়ার অবদান মানব জাতি মনে রাখবে। নন্দিতা বড়ুয়ার কর্নিয়ার নতুন করে চোখের আলো ফিরে পেয়েছেন আরও দুজন। গত একমাসে মরণোত্তর চক্ষু দান প্রক্রিয়ায় ১২ জনের চোখে সফলভাবে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করেছি। কর্নিয়াগ্রহীতার বেশ ভাল আছেন। তিনি দেশের সকল মানুষের প্রতি এই রকম মহতী কাজে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকে বেগবান করা হয়েছে। গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধির সঙ্গে নানান উদ্যোগ নিচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণার কাজে দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করার একটি প্রয়াস হল এই মরণোত্তর দেহদান।

অনুষ্ঠানে নন্দিতা বড়ুয়ার মরদেহটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগে সংরক্ষণ, এবং শিক্ষণ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজে ব্যবহারের আবেদনপত্রটি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নিকট প্রদান করা হয়।

বাকি অংশ, পৃষ্ঠা-৮, কলাম-১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
ব্যাকিথেরাপি মেশিন উদ্বোধন

ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতনতা জরুরি: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগে ক্যান্সারের চিকিৎসায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ব্যাকিথেরাপি 'থ্রি-ডাইমেনশনাল কনফরমাল থেরাপি (থ্রিডিসিআরটি)' মেশিনের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার সকাল ১০টায় (৫ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্সার ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে এ ব্যাকিথেরাপি (থ্রিডিসিআরটি) মেশিনের শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে ১৫ লক্ষ ক্যান্সারের রোগী রয়েছে। প্রতি বছর আরও ২ লক্ষ ক্যান্সার রোগী বাড়ছে। প্রতি বছর ১ লক্ষ ৫০ হাজার ক্যান্সারের রোগী মারা যায়। এসব রোগীরা চিকিৎসাসেবা নিতে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে দেশের অনেক অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়েই বেশী সংখ্যক ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছে। ক্যান্সার চিকিৎসায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রোগীর কোথায় ক্যান্সার অবস্থিত তা নির্ণয় করে টার্গেট থেরাপি দেয়া হবে এই ব্যাকিথোরপি (থ্রিডিসিআরটি) মেশিন দিয়ে। এখানে লিনিয়্যাক মেশিনের মাধ্যমেও ক্যান্সার চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকে। এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও থেরাপি ও কেমো থেরাপির মাধ্যমেও চিকিৎসাসেবা চলছে।

তিনি বলেন, ইদানিং বাংলাদেশে তরুণীদের ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশী ধরা পড়ছে। ৩০-৫০ বছর নারীরা বেশী জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের স্ক্রেনিং করার জন্য একটি সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। রক্তের ক্যান্সার রোগীদের সেবার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগও কাজ করছে। এছাড়া ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ নজর রয়েছে। তিনি আটটি বিভাগে আটটি ক্যান্সার হাসপাতাল করছেন। ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতনতা জরুরি। সচেতন হলে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার ধরা পড়লে তা নিরাময় যোগ্য।

এর আগে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস ২০২৩ উপলক্ষে 'ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাপ' প্রতিপাদ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লক থেকে শুরু হয়ে বট তলা, এ-ব্লক, টিএসসি, ডি-ব্লক, সি-ব্লক প্রদক্ষিণ করে জামে মসজিদ হয়ে ক্যান্সার ভবনে গিয়ে শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ নাজির উদ্দিন মোল্লাহ।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের ডিভিশন প্রধান অধ্যাপক ডা. সারওয়ার আলম, অধ্যাপক ডা. আব্দুল বারী, অধ্যাপক ডা. জুলফিকার রহমান ভূইয়া, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রি. জে. ডা. রেজাউর রহমান, ভিসি মহোদয়ের একান্ত সচিব১ সহযোগী অধ্যাপক (সার্জিক্যাল অনকোলজি) ডা. মোঃ রাসেল, ক্লিনিক্যাল অনকোলজির সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাদিয়া শারমিন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ মামুন অর রশীদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মানিক কুমার তালুকদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার তাঁর কার্যালয়ে অধ্যাপক ডা. মানিক কুমার তালুকদারের হাতে এ সংক্রান্ত নিয়োগ পত্র তুলে দেন। এসময় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. স্বপন কুমার তাপাদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দেশে বিসিএসআইআর, বিএসএমএমইউ ও ঢাবি যৌথভাবে উদ্ভাবিত করোনা কিটের ব্যবহারিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন উপসর্গ প্রকাশের আগেই করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি জানা যাবে

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) যৌথ উদ্যোগে অর্থাৎ বাংলাদেশের উদ্ভাবিত করোনা কিটের ব্যবহারিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় (৭ জানুয়ারি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস শ্রেণি কক্ষে বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে এর শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ভাইরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আফজালুন নেছা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আহসান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আফতাব আলী শেখ।

অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা কার্যক্রম চলছে। করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা নির্ণয়ক এন্টিবডি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের ধরণ শনাক্তকরণ কার্যক্রম অর্থাৎ জেনোম সিক্যুয়েন্সিং নিয়ে একাধিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজকে করোনা ভাইরাসের যে কিটটি উদ্ভাবিত হলো তাও গবেষণার ফলে সম্ভব হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমেই একদিন ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিসিএসআইআর, বিএসএমএমইউ ও ঢাবি অর্থাৎ দেশে উদ্ভাবিত কিটটি শতগুণে ভালো। এটা এটি দেশের একটি বিরাট অর্জন। এর মাধ্যমে দেশের মানুষকে অত্যন্ত স্বল্প খরচে নির্ভুলভাবে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। এই কিটটি উদ্ভাবনের ফলে সারা দেশে একটা সময়ে এই কিটটিকে সর্ববরাহ করা সম্ভব হবে এবং বিদেশ থেকে ডলার খরচ করে আমদানী করার প্রয়োজন হবে না।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও তরিৎ পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ করোনা মহামারীকে সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যন্যা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে করোনা ভাইরাসের শনাক্তকরণের বিশ্বমানের একটি কিট উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, বেসিক সাইন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরপদার, অধ্যাপক ডা. শিশু অনুষদে ডিন অধ্যাপক ডা.রঞ্জিত রঞ্জণ রায়, এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. শাহ আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইব্রাহিম মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এই কিটের ন্যূনতম শনাক্তকরণ ক্ষমতা ১০০ কপি ভাইরাস/মিলি, যেখানে আমদানি করা অন্য কিটগুলোর শনাক্তকরণ ক্ষমতা ১ হাজার কপি ভাইরাস/মিলি। অর্থাৎ বিসিএসআইআরের কোভিড কিট দ্বারা একেবারেই ন্যূনতমসংখ্যক ভাইরাসকে শনাক্ত করা যাবে। ফলে রোগের উপসর্গ প্রকাশের আগেই ভাইরাসের উপস্থিতি জানা সম্ভব হবে। অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে আরএনএ এক্সট্রাকশনের পদ্ধতিতে উদ্ভাবন করা হয় এ কিট। এ জন্য কিটের উৎপাদন খরচ বাণিজ্যিক কিটগুলোর চেয়ে কম। তাই উদ্ভাবিত এই কিট দ্বারা প্রতিটি শনাক্তকরণ পরীক্ষায় খরচ হবে ২৫০ টাকা।

এই করোনা কিটের বৈশিষ্ট হলো -BCSIR COVIDER টি M জিনকে টার্গেট করে করা হয়েছে। M জিনের Mutation তুলনামূলক কম ও বিশ্বে প্রথম M জিনকে টার্গেট করে কোভিড ডিটেকশন কিট আবিষ্কৃত হয়েছে, উক্ত কিটটির জন্য যে primar এবং probe বহার করা হয়েছে তা BCSIR এর বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক ডিজাইনকৃত, যার ফলে কিটটি বাজারে প্রচলিত এর চেয়ে আলাদা। উদ্ভাবিত কিট এর Specificity, Sensitivity এবং Accuracy গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এর সমমান ও বাণিজ্যিক কিটগুলি থেকে উন্নত মানের। কিটটির Limit of Detection (IOD) ১০০ কপি ভাইরাস/মিলি যা বাজারে প্রচলিত কিটের চেয়ে অনেক কম, তাই এই কিটটি ইনফেকশনের শুরুতেই কোভিড ১৯ শনাক্ত করতে সক্ষম। এই কিটটি সকল ধরনের ভ্যারিয়েন্ট (Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron) ইত্যাদি শনাক্ত করতে সক্ষম। উক্ত কিটটি Glycogen ব্যবহার করে RNA extraction পদ্ধতি উদ্ভাবন করায় স্বল্প খরচে কোভিড-১৯ টেস্ট করতে সক্ষম।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার ট্রান্সপ্লান্টের রোগী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) লিভার ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে ছোট বোন মোসাঃ শামীমা আক্তারের (৪৩) দেওয়া লিভার নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন বগুড়ার মোঃ মন্তেজার রহমান (৫৩)। বুধবার সকালে (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোবিলিয়ারি, প্যানক্রিয়েটিক ও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি বিভাগ এ তথ্য জানায়।

মঙ্গলবার দুপুরে কেবিন ব্লকের চতুর্থ তলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ "মুজিব শতবর্ষ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রাম" এর অংশ হিসেবে সম্পন্ন করা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের রোগী মোঃ মন্তেজার রহমান সুস্থ হওয়ায় তার হাতে ফুল দিয়ে বিদায় জানান।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, হেপাটোবিলিয়ারি, প্যানক্রিয়েটিক ও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মোহছেন চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. বিধান চন্দ্র দাস, আবাসিক চিকিৎসক (আরপি) সহকারী অধ্যাপক ডা. তৌফিক আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলে মোঃ মন্তেজার রহমান ও তার বোন মোসাঃ শামীমা আক্তারসহ সকল রোগীর জন্য প্রার্থনাও করেন।

বগুড়া জেলার মোঃ মন্তেজার রহমান লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের রোগী ছিলেন। তিনি নন-বি, নন-সি জনিত"এন্ড স্টেজ লিভার ডিজিজে" আক্রান্ত ছিলেন। মোঃ মন্তেজার রহমানকে লিভার দান করেন তার বোন মোসাঃ শামীমা আক্তার। গত ১লা জানুয়ারি তাদের লিভার ট্রান্সপ্লান্টের সফল অস্ত্রোপচার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোবিলিয়ারি, প্যানক্রিয়েটিক ও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি বিভাগের চিকিৎসকরা। ১২ ঘন্টাব্যাপী লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন অস্ত্রোপচারে সহযোগীতা করে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ভারতের লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন ও অ্যানেসথেসিয়া টিম।

মোসাঃ শামীমা আক্তারের দেহ থেকে সুস্থ লিভারের ৬০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়। মোঃ মন্তেজার রহমানের সিরোটিক লিভারের পুরোটাই কেটে বের করা হয় এবং মোসাঃ শামীমা আক্তারের দেহ থেকে কেটে নেওয়া সুস্থ লিভারের ৬০ শতাংশ জোড়া দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য, লিভার দাতা মোসাঃ শামীমা আক্তারের লিভারটি ধীরে ধীরে রি-জেনারেট করবে। এটি লিভার নামক অঙ্গটির একটি বিশেষত্ব। এর আগে গত মাসেই লিভার দাতা মোসাঃ শামীমা আক্তারকে বাড়িতে পাঠানো হয়।

সোসাইটি অব ইয়ং অফথালমোলজিস্ট অব বাংলাদেশের প্রথম কনভেনশন অনুষ্ঠিত

তরুণ বয়সে মানুষকে সেবা দিতে চাওয়ার প্রবণতা নেতৃত্ব দেবার একটি গুণ: বিএসএমএমইউ মাননীয় উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) সোসাইটি অব ইয়ং অফথালমোলজিস্ট অব বাংলাদেশের প্রথম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনটির ৩য় জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে। শনিবার বিকেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সোসাইটি অব ইয়ং অফথালমোলজিস্ট অব বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সোসাইটি অব ইয়ং অফথালমোলজিস্ট অব বাংলাদেশের তৃতীয় জানাল প্রকাশ করেন।

বাকি অংশ, পৃষ্ঠা-৮, কলাম-২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

মাথাব্যাথা রোগ নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা দিতে হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাথাব্যাথা (Headache) রোগ নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্লকের অডিটোরিয়ামে সেন্ট্রাল সেমিনার সাবকমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, চক্ষু রোগ, নাক কান গলার সমস্যা, নিউরোলজিক্যাল সমস্যাসহ জ্বর ও বিভিন্ন কারণে মাথা ব্যাথার সমস্যা হতে পারে। তবে মাথা ব্যাথা নির্ণয়ের জন্য শুরুতেই সিটিস্ক্যান ও এমআরআই এর মতো ব্যয় বহুল পরীক্ষা দেয়ার প্রয়োজন নাই। কি কারণে মাথা ব্যাথা হচ্ছে সেটা চিকিৎসক খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। শুধু মাথাব্যাথার সমস্যাই নয় যেকোনো রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসাসেবা দিতে হবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান। সভাপতিত্ব করেন সেন্ট্রাল সেমিনার সাবকমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোঃ বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী। গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ বাহাদুর আলী মিয়া, নাক কান গলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ আফজাল মাহফুজউল্লাহ। বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা অধ্যাপক ডা. রোবেদ আমিন, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা সোহেল মাহমুদ আরাফাত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. সম্প্রীতি ইসলাম। সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও সেন্ট্রাল সেমিনার সাবকমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সবুজ প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি বিভাগে পিসিআর ল্যাব, ইয়ারবুক, এন্টিবডির দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরিতা নির্ণয়ক প্রকল্পের উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি বিভাগের উদ্যোগে আজ রবিবার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে বহির্বিভাগের ১নং ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় নবনির্মিত পিসিআর ল্যাবের শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও মাননীয় উপাচার্য উক্ত বিভাগের ইয়ার বুক ২০২২ ও ইয়ার ক্যালেন্ডার ২০২৩ এবং করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিনের এন্টিবডির দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নির্ণয়ক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রতি বছর ইয়ার বুক প্রকাশ করা একটি সৃষ্টি এবং এটা ইতিহাসের চিহ্ন হয়ে থেকে যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি বিভাগ করোনা মহামারীর সময়ে করোনা ভাইরাস সনাক্তকরণ, ভ্যাকসিন প্রদানসহ করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণায় বিরাট অবদান রেখেছে। এসময় তিনি বলেন, গবেষণার প্রতি আরো মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে মহিলা চিকিৎসকদের গবেষণায় আরো এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রে মহিলাদের হার পুরুষের তুলনায় অনেক কম।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, ডিন অধ্যাপক ডা. রনজিত রঞ্জণ রায়, ল্যাবরেটরি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহ আলম, ভাইরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আফজালুন নেছা, অধ্যাপক ডা. শাহিনা তাবাসসুম, অধ্যাপক ডা. সাইফ উলাহ মুন্সী, অধ্যাপক ডা. মুনীরা জাহান, ডা. এস এম রাশেদ-উল ইসলাম প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সারাহ ইসলাম ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট সেল' এর শুভ উদ্বোধন

সারাহ ইসলামের পথ ধরে অনেকেই ক্যাডাভেরিক অঙ্গদানে এগিয়ে আসবেন: তথ্যমন্ত্রী, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য দ্বয় ও প্রক্টরের ক্যাডাভেরিক অঙ্গদানের অঙ্গীকার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) প্রথম ক্যাডাভেরিক অঙ্গদাতা সারাহ ইসলামের নামে 'সারাহ ইসলাম ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট সেল' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার দুপুর ১টায় (১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকের ৪০০ নম্বর কক্ষে এর শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ও সারাহ ইসলামের স্নেহময়ী মা শবনম সুলতানা। এদিকে আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় ব্রেন ডেথ রোগী হিসেবে দেশের প্রথম ক্যাডাভেরিক সারাহ ইসলামের অঙ্গ অন্য চার জন রোগীর দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপন উদযাপন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লকের শহীদ ডা. মিলন হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট সেলের আহ্বায়ক ও প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

মহতী এই আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. অধ্যাপক ডা মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ- উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলালসহ প্রমুখ ক্যাডাভেরিক অঙ্গদানের অঙ্গীকার করেন এবং তাদের অঙ্গীকারনামা ক্যাডাভেরিক সেলে জমা দেওয়া হয়। এছাড়া বীরমুক্তিযোদ্ধা শাহজাহানসহ অনেকেই মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি বলেন, সারা ইসলাম একটি অসাধারণ কাজ করেছেন। সারা ইসলামের পথ ধরে অনেকেই ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্ল্যান্ট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্যাডাভেরিক অঙ্গদানে এগিয়ে আসবেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদও ক্যাডাভেরিক অঙ্গদানের অঙ্গীকার করেছেন। ভবিষ্যতেও আমি নিজেও এধরণের মহতী কার্যক্রমে যাতে অংশ নিতে পারি সেটা আমার বিবেচনায় রয়েছে। বিএনপি ঘোষিত পদযাত্রা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বিএনপি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের জন্য কূটনীতিকদের পদলেহনে ব্যস্ত। কিন্তু তাদের এই পদযাত্রার নামে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। ষড়যন্ত্র পরিহার করে আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি দিনের বেলা পদযাত্রা করে রাতে আশা পূরণ হবে না। বিএনপির উচিত বিশৃঙ্খলা অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেয়া।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, একজন ব্রেন ডেথ মানুষের দেওয়া অঙ্গগুলোর মাধ্যমে মোট আটজন মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। দুটি কিডনি, দুটি ফুসফুস, একটি হৃদযন্ত্র, একটি অগ্ন্যাশয়, পূর্ণাঙ্গ অন্ত্রনালি এবং যকৃৎ। উন্নত দেশগুলোয় অনেক আগে থেকে ব্রেন ডেথ রোগীর শরীর থেকে অঙ্গগুলো সংগ্রহ করে অন্যের জীবন রক্ষা করার কাজ প্রচলিত আছে। মাননীয় উপাচার্য বলেন, সারাহ ইসলাম মেধাবী একজন ছাত্রী ছিলেন। জটিল এই রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করে চারুকলায় স্নাতকে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি সুদক্ষ চিত্রশল্পী ছিলেন। মানবতাবাদী ছিলেন। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। তাই তাঁর মা শবনম সুলতানা তাঁর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে এই অঙ্গদানে সম্মতি দিয়েছেন। সম্মতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করা হয় সঠিক অঙ্গগ্রাহীতার খোঁজ। প্রায় ২৪ ঘন্টা ধরে ছয়জন সম্ভাব্য রোগীকে পরীক্ষা করে সেখান থেকে দুজনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। গত ১৮ জানুয়ারি রাত সাড়ে ১০টা থেকে জটিল এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় এবং শেষ হয় পরদিন ভোর প্রায় পাঁচটার দিকে। আইন অনুযায়ী গঠিত প্রতিটি টিম এখানে সুদক্ষভাবে কাজ করেছে। প্রতিস্থাপন দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন ইউরোলজিস্ট ও ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন অধ্যাপক হাবিবুর রহমান। ইউরোলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট, আইসিইউবিশেষজ্ঞ, কিডনি ফাউন্ডেশন, সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান কমিটির সবাই সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজে যারা যুক্ত ছিলেন সকলকে অভিনন্দন জানাই।

বাকি অংশ, পৃষ্ঠা-৭, কলাম-২

আজ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখ রবিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোলজি (লিভার) বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত বসন্ত উৎসব ও শীতকালীন পিঠা উৎসবের প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় হেপাটোলজি (লিভার) বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সেলিমুর রহমান, উক্ত বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমানে ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশনের প্রধান অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, সহযোগী অধ্যাপক শেখ মোঃ নুর-ই-আলম প্রমুখহ হেপাটোলজি বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

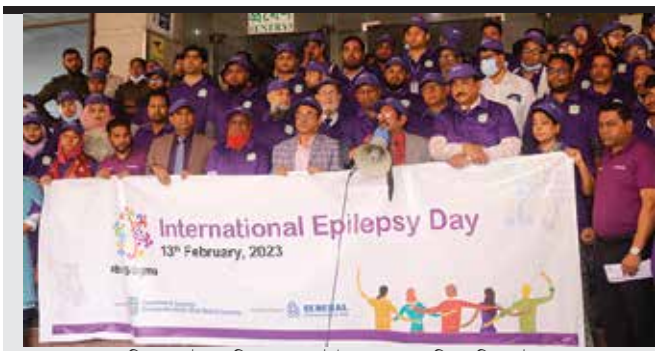

আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখ সোমবার ইন্টারন্যাশনাল এপিলেপসি ডে উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজি বিভাগ আয়োজিত র‍্যালির প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার।

আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখ সোমবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশনের অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার ।

APAO Prevention of blindness standing committee meeting in KLCC Malaysia on 22/2/23.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার বর্তমানে UCSI University, Springhill campus, Malaysia as Keynote Speaker for Medical Education: Quality Assurance and Accreditation Processes and Signing MOU Ges For attending business conference and MOU signing ceremony YR 2022 between Ministry of Economy, Japan and BSMMU তে অংশগ্রহণের জন্য মালয়েশিয়া ও জাপান সফর করছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. এএসএম জাকারিয়া স্বপনের দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জেলায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ উপাচার্য ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও স্বাচিপ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব প্রয়াত অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপনের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত উক্ত দোয়া-মাহফিলে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ- উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এর সভাপতি ডা. জামাল উদ্দীন চৌধুরী, মহাসচিব অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, ব্রাদার, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, টেকনিশিয়ান ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

এছাড়া প্রয়াত অধ্যাপক ডা. এএসএম জাকারিয়া স্বপনের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাকারিয়া স্বপন স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সিলেটের বালাগঞ্জ, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, চাঁদপুর, শরীয়তপুর ও ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জাকারিয়া স্বপন স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রয়াত অধ্যাপক ডা. এএসএম জাকারিয়া স্বপনের নিজ বাড়ি ময়মনসিংহের ত্রিশালে শীতবস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, দোয়া মাহফিল ও পবিত্র কোরান খতম করা হবে।

রোবটিক সার্জারি চালুসহ স্মার্ট হাসপাতাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও চায়না ইউনিভার্সিটি হসপিটাল এর সাথে লাইভ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত

রোবটিক সার্জারি চালুসহ স্মার্ট হাসপাতাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও চায়না ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, তাইওয়ান এর সাথে লাইভ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে এই সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। চায়না ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, তাইওয়ান এর বিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ জুমে অংশগ্রহণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই সিম্পোজিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মনিরুজ্জামান খান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনবৃন্দ ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিম্পোজিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান চায়না ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, তাইওয়ান এর ইন্টান্যাশনাল সেন্টারের ডিরেক্টর ডা. কাই চেং সু (Dr. Kai-Cheng Hsu) ডেপুটি ডিরেক্টর ড. হেন ওই (Dr. Hean Ooi) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৈজ্ঞনিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন মানব সম্পদ বিভাগের ইনচার্জ অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী।

সিম্পোজিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, রোবটিক সার্জারি চালুসহ স্মার্ট হাসপাতাল গড়ে তোলা সময়েরই দাবি। শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সকল হাসপাতালে স্মার্ট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন। সেই লক্ষ্য পূরণের আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে প্রযুক্তির সর্বশেষ অগ্রগতিকে কাজে লাগাতে চায়না ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, তাইওয়ান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সিম্পোজিয়ামে অন্য বক্তারা বলেন, রোবটিক সার্জারি চালুসহ স্মার্ট হাসপাতাল গড়ে তুলতে রেসিডেন্ট ছাত্র ছাত্রীদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, পেপারলেস কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ, দক্ষ জনবল গড়ে তোলা, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির যোগান নিশ্চিত করা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার দিবস পালিত

ক্যান্সার প্রতিরোধে ভ্যাকসিন তৈরির উদ্যোগ নেয়াসহ গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে: উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বিশ্বখ্যাত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ক্যান্সার প্রতিরোধে ভ্যাকসিন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। একই সাথে যাতে করে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। স্টেমসেল থেরাপি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন বাস্তবায়ন করতে হবে। আজ বুধবার আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু হেমাটোলজি অনকোলজি বিভাগের চিকিৎসকরা ৩১ শয্যার ওয়ার্ড নিয়ে ১০ হাজার শিশু রোগীকে সেবা দিয়েছেন, যা প্রশংসার দাবি রাখে।

আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার দিবস-২০২৩ পালিত হয়েছে। বুধবার সকাল ৯ টায় দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-ব্লকে ২য় তলায় মিলনায়তনে শিশু হেমাটোলজি বিভাগের উদ্যোগে "বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইন চিলড্রেন এন্ড ক্যান্সার ভ্যাকসিন ইন চাইল্ডহুড ম্যালিগন্যান্সি" শীর্ষক বৈজ্ঞানিক সেমিনার ও ডি- ব্লকের সামনে সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, হল প্রোভোস্ট অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান, শিশু বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মানিক কুমার তালুকদার, নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ্ সবুজ প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশু হেমাটোলি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এটিএম আতিকুর রহমান। সেমিনারে "বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইন চিলড্রেন" শিরোনামে প্রবন্ধ পেশ করেন নারায়না হেলথ সিটি ব্যাঙ্গালোর, ভারত থেকে আগত সিনিয়র কনসাল্টেন্ট ডা সুনিল ভাট এবং " ক্যান্সার ভ্যাক্সি ইন চাইল্ডহুড ম্যালিগনেন্সি" শিরোনামে প্রবন্ধ পেশ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগের চিকিৎসক ডা. রেনেসা ইসলাম।

সেমিনারে বলা হয়, আজ ১৫ ফেব্রুয়ারী বিশ্ব শিশু ক্যান্সার দিবস। প্রতি বছরই ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়ছেই। শিশুদের সাধারনত ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার হার অন্যান্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া থেকে বেশি। তবে এছাড়াও কিডনির টিউমার, লিভারের টিউমার, চোখের টিউমার, ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত হওয়া শিশুর সংখ্যাও কম নয়। ওয়ার্ল্ড চাইল্ড ক্যান্সার এর হিসাব মতে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ শিশু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। দ্রুততম সময়ে সনাক্ত করা গেলে ও উন্নত চিকিৎসা পেলে শতকরা ৭০ ভাগ রোগী সেরে উঠতে পারে। উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে উন্নত দেশ গুলোতে ক্যান্সার থেকে সেরে উঠা রোগীর হার শতকরা প্রায় ৮০-৮৫ ভাগ। তাই আজকের আলোচনায় উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনএবং ক্যান্সার ভ্যাক্সি এর ব্যবহার এবং এর উপকারিতা নিয়ে বিষদ আলোচনা করা হয়।

বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনবা স্টেম সেল প্রতিস্থাপন হল একটি প্রক্রিয়া যা ক্ষতিগ্রস্থ বা রোগাগ্রস্থ বোন ম্যারো, রক্ত সৃষ্টিকারী স্বাস্থ্যকর স্টেম সেল দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন২ ধরনেরঃ অটোলোগাস ট্রান্সপ্ল্যান্ট (নিজস্ব শরীর থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করে) এবং অ্যালোজেনিক ট্রান্সপ্ল্যান্ট (দাতার থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয়)। ফিরে আসা লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া, গুরুতর লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া, রিফ্র্যাক্টরি হেমাটোলজিকাল ম্যালিগনেন্সি, নিউরোব্লাস্টোমা সহ আরো কিছু গুরুতর ক্যান্সারের চিকিৎসায় বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন বা স্টেম সেল প্রতিস্থাপন একটি কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি। উন্নত বিশ্বে এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে চিকিৎসা সফলতার হার বেড়ে গেছে। বাংলাদেশেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে চিকিৎসা শুরু হয়েছে । কিন্তু তা এখনও পুরোদমে শুরু করা যায়নি বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে। তাই সেসব সীমাবদ্ধতা দূর করে কিভাবে এই পদ্ধতি সফল্ভাবে প্রয়োগ করা যায় তা সম্পর্কে আজকের আলোচনায় ভারত থেকে আগত সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. সুনিল ভাট খুব সুন্দর এবং যৌক্তিক আলোচনা করেছেন।

নির্দিষ্ট শিশুর শরীরে নির্দিষ্ট টিউমারের জন্য আলাদা করে টিকাতাও আবার দ্রুত, কার্যকর এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিহীন। ক্যানসার মোকাবিলায় মেসেঞ্জার আরএনএ প্রযুক্তি এমনই প্রতিশ্রুতি বয়ে আনছে। ক্যান্সার ভ্যাক্সি "টিউমারের বিরুদ্ধে নিজস্ব ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে লড়াই করার জন্য ইমিউন সিস্টেমকে প্রস্তুত করে তোলা আধুনিক প্রচেষ্টার মধ্যে পড়ে। ''নতুন মেসেঞ্জার আরএনএ টিকার মাধ্যমে নিজস্ব ইমিউন সিস্টেমকে এতটা শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা চলছে, যাতে সেটি নিজস্ব ক্ষমতায় টিউমারের মোকাবিলা করতে পারে। প্রচলিত টিকার মতো এ ক্ষেত্রে শত্রুর মৃত অংশ বিশেষ শরীরে প্রবেশ করানো হয় না। তার বদলে টিউমারের নির্দিষ্ট প্রোটিনের কাঠামো ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে পেশির কোষের মধ্যে চালান করা হয়। সেই কাঠামোর নির্দেশাবলী অনুযায়ী শরীর নিজস্ব ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে টিউমারের বিল্ডিং ব্লক তৈরি করে শরীরের ইমিউনসিস্টেম তখন সেটিকে বহিরাগত হিসেবে শনাক্ত করে অ্যান্টিবডির জন্ম দেয় প্রতিপক্ষ কেচিনে নিয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় এ ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া বদলে দেওয়া হয়। ল্যাব অথবা জটিল প্রযুক্তির মাধ্যমে নয়, গোটা প্রক্রিয়া বরং রোগীর শরীরের মধ্যে স্থানান্তরিত করে সেখানেই উৎপাদন করা হয়। ফলে শরীর সেটি ভালোভাবে গ্রহণকরতে পারে এবং ইমিউনসিস্টেম ও সেটি একই ভাবে চিনতে পারে। জার্মানির ট্যুবিঙেন শহরের কিয়োর ভ্যাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মডার্না কোম্পানিও মেসেঞ্জার আরএনএ প্রযুক্তি কাজে লাগাচ্ছে। ক্যানসার মোকাবিলার ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি যথেষ্ট কার্যকর হতে পারে। টিউমার রোগীদের জন্য ভবিষ্যতে আলাদা করে দ্রুত টিকা তৈরি করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। ক্যান্সার ভ্যাক্সি সফল্ভাবে প্রয়োগ শুরু করা গেলে এটা সত্যি এক মাইলফলক হয়ে থাকবে। ফলে তাৎপর্য এবং সম্ভাব্য কার্যকারিতার বিচারে সম্পূর্ণ নতুন একক্ষেত্র খুলে যাচ্ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই উদ্যোগের সুফল পাওয়ার কথা। ক্যানসারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন এই প্রযুক্তি জোরালো হাতিয়ার হয়ে উঠবে বলে গোটা বিশ্বের টিউমার বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন। ডারেনেসাইসলাম চাইল্ডহুড ম্যালিগনেন্সিতে ক্যান্সার ভ্যাক্সি এর ব্যবহার ও এর ফলাফল সম্পর্কে সহজ এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। যা আমাদের কে ভবিষ্যতে ক্যান্সার মোকাবেলায় আশা যোগাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে চর্ম রোগের চিকিৎসায় লেজার সেন্টার চালু করা হবে: উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ আয়োজিত 'লেজার:ডার্মাটোলজিক্যাল পারসপেক্টিভ' শীর্ষক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল বিভাগ এখনও ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে, তাদের জেগে উঠতে হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরণের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। চর্ম রোগের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ লেজার সেন্টার চালু করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যা যা করণীয় তার সবকিছুই করা হবে। জাতির পিতার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনভাবে গড়ে তোলা হবে যাতে করে কোনো রোগীকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যেতে না হয়। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, ইতোমধ্যে সাধারণ জরুরি বিভাগ চালু করা হয়েছে। সফলভাবে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। জোড়া শিশুকে আলাদা করার চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্ল্যান্ট সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বেতার ভবনে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল ফেইজ-২ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। রোবটিক সার্জারি চালুর কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে নিত্যনতুন সংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় জোরদার করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে ভিসি এওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। এসবের একটাই লক্ষ্য মানুষ যাতে রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতন হয়, উপায় খুঁজে পায় এবং দেশের রোগীরা যাতে দেশেই স্বল্পমূল্যে সর্বাধুনিক চিকিৎসাসেবা পায়। আজ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইএনএম অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ কামরুল হাসান জায়গীরদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. এএসএম জাকারিয়া স্বপনের মৃত্যুবার্ষিকীতে কবর জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ বিভিন্ন জেলায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ উপাচার্য ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও স্বাচিপ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব প্রয়াত অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপনের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাকারিয়া স্বপন স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে মরহুমের নিজ বাড়ি ময়মনসিংহের ত্রিশালের পারিবারিক কবরস্থানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। শুক্রবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে শ্রদ্ধা নিবেদনকালে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ শাখার সদস্য সচিব সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফুল ইসলাম জোয়াদার টিটো, সহযোগী অধ্যাপক ডা. বিজয় কুমার পাল, সহকারী অধ্যাপক ডা. শাহ মোঃ জাকির হোসেন সুমন, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আবিদ, সহকারী অধ্যাপক ডা. আশীষ কুমার সরকার, ডা. জাহান শামস নিটোল, কর্মকর্তা ডা. বেলাল হোসেন সরকার, মোঃ আলমগীর হোসেন, মোঃ বেলাল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে মরহুমের কবর জিয়ারত করা হয়। এছাড়া পবিত্র ফাতেহা পাঠ করা হয়।

এদিকে মঙ্গলবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে প্রয়াত অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপনের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত উক্ত দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও প্রয়াত অধ্যাপক ডা. এএসএম জাকারিয়া স্বপনের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাকারিয়া স্বপন স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে সিলেটের বালাগঞ্জ, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, চাঁদপুর, শরীয়তপুর ও ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভাষা আন্দোলন" বঙ্গবন্ধু ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নব জাগরণ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শহীদ দিবস" স্মরণে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব কনভেনশন হলে "ভাষা আন্দোলন" বঙ্গবন্ধু ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নব জাগরণ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি। প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি। সভাপতিত্ব করেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী। সঞ্চালনা করেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. মোঃ কামরুল হাসান মিলন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু গবেষক, বাংলা একাডেমী পদকপ্রাপ্ত জনাব সুভাষ সিংহ রায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাসপাতালে রোগীদের সেবাদানে নার্সদের আরো সতর্ক হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, এমপি। তিনি বলেন, রোগীদের দেখার দায়িত্ব অ্যাটেন্ডারদের নয়, নার্সদের। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে আমরা অনেকটা বিপরীত চিত্র দেখতে পেরেছি। রোগীরা যেন ঠিকমতো সেবা পায়, সেজন্য ডাক্তার নার্সদের মধ্যে সম্পর্ক আরো ভালো হতে হবে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হাসপাতালের পরিবেশ ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সবচেয়ে বড় কাজ। করোনার পাশাপাশি ভ্যাকসিন পাওয়া ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের। তবে সরকার সেটি সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছে। চিকিৎসকদের পদোন্নতি বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ নিয়ে আর কোনো জটিলতা থাকবে না। জাহিদ মালেক বলেন, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। তার মাধ্যমেই এ জাতি স্বাধীনতা পেয়েছে। আমরা যে কথা বলতে পারছি, সেটি বঙ্গবন্ধুর কারণেই। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়তে স্বাধীনতার পর মাত্র তিনটি বছর সময় পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর স্বপ্ন ছিল কেউ গৃহহীন থাকবে না, বিনা চিকিৎসা কেউ মারা যাবে না । বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করছেন।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন বলেন, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু তখন জেলে, তার শরীর খারাপ। তিনি অনুমতি নিয়ে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি হলেন। কিন্তু তিনি শুধু হাসপাতালে শুয়ে বসে থাকেননি, ভাষা আন্দোলন বিষয়ে নেতাদের দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেই ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে ভাষা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একটা মহল জাতির পিতার এ ভূমিকা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অবদান কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু মাতৃ ভাষা বাংলার অধিকার আদায় করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুই বাংলা ভাষার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান তরুণ প্রজন্মকে জানাতে হবে।

আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান প্রমুখসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, স্বাচিপের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, সদস্য ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিল নগদ এর মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিল/চার্জ ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ এর মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। রোগীদের লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা জমা দেয়ার ভোগান্তি হ্রাস করার লক্ষ্যে এবং ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। নগদ এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাফায়েত আলম। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান প্রমুখসহ ডিনবৃন্দ ও অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। নগদ এর পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মনিরুল ইসলাম, কর্মকর্তা নকিব চৌধুরী, সোয়াদ আজাদ, মারুফ বিল্লাহ প্রমুখ ।

আজ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার বহির্বিভাগে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২৩ এর অংশ হিসেবে শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাইয়ে উক্ত ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় শিশু বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মানিক কুমার তালুকদারসহ উক্ত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আজ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেন্টাল শ্রেণী কক্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা ও "এপিএ: ইম্পিলিমেন্টেশন এন্ড চ্যালেঞ্জেস" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এপিএ: ইম্পিলিমেন্টেশন এন্ড চ্যালেঞ্জেস শীর্ষক টেকনিক্যাল সেশনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার বিষয়ক আলোচনা করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাননীয় সদস্য অধ্যাপক ড. মোঃ আবু তাহের। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ও সভাপতিত্ব করেন ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের অতিরিক্ত পরিচালক ও এপিএ বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য ডা. তারিক রেজা আলী। সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. স্বপন কুমার তপাদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) ও বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের রুটিন দায়িত্ব পালনকারী অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে সকালে ও রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লক, ডি ব্লক, কেবিন ব্লকে রাউন্ড দেন এবং চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থার খোঁজখবর নেন। এছাড়া আজ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং তারিখে সকালে বি ব্লকের কনফারেন্স রুমে প্রশাসনিক সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এই সময়ে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

'সারাহ ইসলাম ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট সেল' এর শুভ উদ্বোধন

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ- উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ- উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশিদ, অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ রফিকুল আলম, ইউজিসির অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, ডিন অধ্যাপক ডা. রনজিত রঞ্জন রায়, ডিন অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. এএইচএম তৌহিদুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. ইসতিয়াক আহমেদ শামীম, অধ্যাপক ডা. একেএম খুরশিদুল আলম, অধ্যাপক ডা. একে কামরুল হুদা, অধ্যাপক ডা. তৌহিদ মোঃ সাইফুল হোসেন দিপু, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. কার্তিক চন্দ্র ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ আফরাফুজ্জামান সজিব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সারাহ ইসলামই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ব্রেন ডেথ থেকে মৃত্যুর আগে নিজের অঙ্গ দান করে চারজন মানুষের জীবনে আশা জাগিয়ে গেলেন। সারাহ ইসলামের দিয়ে যাওয়া উপহার সবচেয়ে দামি উপহার। একজন মানুষ কতটুকু মহান হলে এই কাজ করতে পারেন! সারাহ তা দেখিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে মৃত্যুকে পরাজিত করা যায়। মৃত্যুর পরও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকা যায়। মৃত্যুর পরও কীভাবে অন্য মানুষের উপকার করা যায়। আমার কাছে সারাহ ইসলাম হলো মানবতার প্রকৃত ফেরিওয়ালা। নশ্বর দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপর এক প্রাণের নাম হলো সারাহ ইসলাম। বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে এই নাম চিরদিন খোদাই হয়ে থাকবে। মানবতার জগতে আপনি আমাদের কাছে এক অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবেন।

উল্লেখ্য, গত ১৮ জানুয়ারি দিবাগত রাতে সারাহ ইসলাম ব্রেন ডেথ হওয়ার পরপরই তাঁর দুই কিডনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডাভেরিক সেলের আহ্বায়ক ও রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশনের অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবুর রহমান দুলালের নেতৃত্বে তার দুটি কিডনি বের করেন আনেন। একটি কিডনি অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবুর রহমান দুলাল শামীমা আক্তার নামের এক রোগীর দেহে সফলভার প্রতিস্থাপন করেন। সারা ইসলামের অপর কিডনিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. একেএম খুরশিদুল আলমের নেতৃত্বে হাসিনা আক্তার নামের অপর এক রোগীর শরীরে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়।

এছাড়াও সারাহ ইসলামের দুটি কর্নিয়া সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয় রোগী শিক্ষিকা ফেরদৌস আক্তার (৫৬) ও মোহাম্মদ সুজনের (২৩) দুজনের চোখে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরদৌসী আক্তারের চোখে অস্ত্রপচারের নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শীষ রহমান। মোহাম্মদ সুজনের চোখের অস্ত্রোপচারের নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. রাজশ্রী দাশ। মোহাম্মদ সুজন এখন ভাল আছেন।

-তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিএসএমএমইউ'র সমঝোতার স্মারক স্বাক্ষরিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সঙ্গে মালয়েশিয়া ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারকচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল নয়টায় মালয়েশিয়া ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্রিংহিল ক্যাম্পাসে এ সমঝোতা স্মারকচুক্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

এ চুক্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ও ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির উপাচার্য অধ্যাপক ডা. দাতুক আইর টিএস সিতি হামিসাহ বিন্তি তাপসির স্বাক্ষর করেন।

এ সমঝোতা স্মারকচুক্তির ফলে কিউএস (QS) র‍্যাঙ্কিং, চিকিৎসা শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার মানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা করবে বিশ্বের কিউএস র‍্যাঙ্কিং ২৮৪ তম স্থানে অবস্থানকারী এ ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়।

এছাড়া সমঝোতা স্মারকচুক্তির ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট, কর্মকর্তা, নার্সরা ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ ও জনবল বিনিময় করতে পারবে।

সমঝোতা স্মারকচুক্তিকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয় কিউএস র‍্যাঙ্কিং ২৮৪ তম স্থানে রয়েছে। এটি গবেষণা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ও বাংলাদেশের প্রধান গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ও চিকিৎসা গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবদান রাখতে চায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মানকে আরও উন্নত ও বেগবান করার জন্য ইউসিএসআইয়ের মত বড় বড় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছে। এসময় ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডা. জিমি, ডিন প্রফেসর ডা. চেয়া হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর ডা. অমল উদ্দিন, ডেপুটি ডিন অধ্যাপক ডা শামলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপকরা উপস্থিত ছিলেন।

নন্দিতা বড়ুয়ার মরণোত্তর দেহদান

উপাচার্য অধ্যাপক ডা: মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের অনুমতিতে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি এনাটমি বিভাগের প্ল্যাস্টিনেশন ল্যাব এ্যান্ড মিউজিয়াম কমপ্লেক্সে সম্পন্ন করা হয়। মরদেহের এমবামিং প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা: লায়লা আনজুমান বানুর পরিচালনায় এবং এনাটমি বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও রেসিডেন্টদের অংশগ্রহণে মরদেহের যথোচিত সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়।

গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ রাত ২টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নন্দিতা বড়ুয়া ৬৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিডনিজনিত জটিল রোগে ভুগছিলেন। কিডনি রোগের পাশাপাশি এসএলই ও ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই মরণোত্তর দেহদানের ব্যাপারে সন্তানদের কাছে নিজের ইচ্ছেপোষণ করে গিয়েছিলেন। তার মৃত্যুবরণ করার পর পরিবারের সম্মতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্নিয়া বিশেষজ্ঞরা প্রয়াতার কর্নিয়া সংগ্রহ করেন।

গত ৩১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শীষ রহমান পটুয়াখালীর দশমিনা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক আব্দুল আজিজের চোখে ও অপথালমোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. রাজশ্রী দাস ঝালকাটি জেলার কাওখালি কলেজের ব্যবস্থাপনার বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌসির চোখে একটি করে কর্নিয়া সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালের ২রা জুন চট্টগ্রামের পটিয়ার কোলাগাঁও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে নন্দিতা বড়ুয়ার জন্ম হয়। মা সন্ধ্যারানী বড়ুয়া। বাবা রাজকৃষ্ণ বড়ুয়া। বাবা ছিলেন স্কুলের হেড মাস্টার। তিনি কোলকাতা আশুতোষ কলেজে পড়াকালীন কংগ্রেসের সাথে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই পরিবারেই অত্যন্ত স্নেহে ও আদরে বেড়ে উঠেছিলেন নন্দিতা বড়ুয়া। ৬ বোন, ২ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। কিন্তু স্কুলের গণ্ডি পেরুনোর আগেই ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। স্বামী বাবুল প্রসাদ বড়ুয়া ছিলেন বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। স্বামীর কর্মস্থল দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে হওয়ায় সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ঢাকায় থিতু হলেন। এরই মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ঢাকার বেগম বদরুন্নেসা সরকারি কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। সন্তানের মানুষ করার স্বপ্ন নিয়ে নিজের আজীবনের সঞ্চিত অর্থ থেকে ঢাকায় এক খন্ড জমি কিনে বাড়ি করেন। তিনি যখন এলাকায় বাড়ির কাজ ধরেন তখন সেখানে রাস্তা, গ্যাস, পানি বা বিদ্যুৎ কিছুই ছিল না। এলাকার উন্নয়নের কথা ভেবে অনেক পরিশ্রম করে নিজ উদ্যোগে সমস্ত কিছু আনেন। কিন্তু স্বামী চাকরি সূত্রে দূরে থাকায় সারাটি জীবন তাঁকে একাই সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে, দুঃখকষ্টকে সঙ্গী করে সন্তানদের মানুষ করার গুরু দায়িত্ব নিজেকেই কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। তাঁর ২ মেয়ে, ১ ছেলের মধ্যে মেয়ে শাপলা বড়ুয়া একজন আইনজীবী, সেঁজুতি বড়ুয়া কবি ও সাহিত্যিক।

-প্রথম পৃষ্ঠার পর

সোসাইটি অব ইয়ং অফথালমোলজিস্ট অব বাংলাদেশের প্রথম কনভেনশন অনুষ্ঠিত

এসময় অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, যাদের কোন বিষয়ে কমিটমেন্ট থাকেন, তারাই নেতা হয়। তারাই কিছু করে দেখানো চেষ্টা করেন। সোসাইটি অব ইয়ং অফথালমোলজিস্ট অব বাংলাদেশের জার্নাল নিয়মিত প্রকাশ করার মাধ্যমেই তাদের কমিটমেন্ট রেখেছেন। তরুণ বয়সে মানুষকে সেবা দিতে চাওয়ার প্রবণতা নেতৃত্ব দেবার আরেকটি গুণ।

তরুণ চক্ষু চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তরুণদের মনে রাখতে হবে একদিনে সব কিছু করা সম্ভব নয়। যেটি আজ হয়নি, সেটিও হবে। যাদের ডিগ্রি হয়নি তাদেরও একদিন ডিগ্রী হবে। একজন মেডিক্যাল অফিসার হয়েই যেন না ভাবেন, কেন তার গাড়ি নেই । একটি গাড়ি যার আছে, তার গাড়িটি করতে সময় লেগেছে বিশ বছর। সুতরাং পরিশ্রম করতে হবে। মাথা ব্যথার জন্য সিটি স্ক্যান না করে রিফ্রাকশন করলেই হবে। সিটি স্ক্যান করলে কিছু টাকা পাওয়া যায়, এই মানসিকতা পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ সততার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে কীনোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন দীপ আই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডা. খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মোস্তফা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. জাফর খালেদ, কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের চেয়ারমান অধ্যাপক ডা. মোঃ শওকত কবির, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. চন্দ্রশেখর মজুমদার, ইস্পাহানি ইসলামীয়া আই ইনিস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক (শিক্ষা) ডা. সারোয়ার আলম ও এসএফএমইএস এন্ড টিআই এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. নাহিদ ফেরদৌসী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওএসবির মহাসচিব সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারিক রেজা আলী, রংপুর ওএসবির সাধারণ সম্পাদক ডা. মোখলেসুর রহমানম ও চট্টগ্রাম ওএসবির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা.তনজুয়া তানজিন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটি অব ইয়ং অফথালমোলজিস্ট অব বাংলাদেশের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. এবিএম ইয়াসিন উল্লাহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য সচিব ডা. মোঃ শাহাজান সিরাজ।

-দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার, **উপদেষ্টা:** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল) **মুদ্রণে :** মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, **ছবি:** সোহেল ও আরিফ, **প্রকাশক :** ডা. স্বপন কুমার তপাদার, রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় **ওয়েবসাইট:** www.bsmmu.edu.bd ই-মেইল: mediacell@bsmmu.edu.bd, **মুদ্রক :** পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।